যুগান্তর

পাঠ্যবই নিয়ে প্রকাশকদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে যাচ্ছে সরকার

তারিখ ... 3 FEB 2009 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

মুসতাক আহমদ

শেষ পর্যন্ত সরকারই প্রকাশকদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে যাচ্ছে! সূত্র জানিয়েছে, রয়্যালটি ছাড়া এবং নিউজপ্রিন্টে বই ছাপার অনুমতি দেয়ার ব্যাপারে সরকারি নীতিনির্ধারকরা মোটামুটি সম্মত। আজ প্রকাশকদের সঙ্গে শিক্ষামন্ত্রীর আনুষ্ঠানিক বৈঠকে ঘোষণা আসতে পারে এ ব্যাপারে। কিন্তু রয়্যালটি ছাড়া বই ছাপার আদেশ দিলে সরকার কোটি কোটি টাকার ট্যাক্স হারাবে। এছাড়া বইয়ের মান, কোমলমতি শিক্ষার্থীদের কাছে আকর্ষণের ব্যাপার এবং স্থায়িত্ব, নিউজপ্রিন্ট অনুযায়ী দাম নির্ধারণ বা অতি মুনাফা এই

সরকার : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৫

সরকার ... করতে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

এতগুলো ব্যাপারে কোন চিন্তাভাবনা ছাড়াই সরকার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতে যাচ্ছে!

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও এনসিটিবি দায়িত্বশীল সূত্র জানায়, চলমান বই সংকট কাটাতে এখন জরুরি ভিত্তিতে বই বাজারে আসা দরকার। মূলত শিক্ষার্থীদের হাতে বই পৌঁছানোর বিষয়টি নিশ্চিত করতেই সিদ্ধান্ত আসছে। তবে তারা শাস্তিমূলক ব্যবস্থার বিষয়টি আপাতত স্থগিত রাখছেন। সংকট উত্তরণের পরই সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। আর সিন্ডিকেটের মাধ্যমে চতুর প্রকাশকরা এ বিষয়টিও জেনে ফেলেছেন। আজকের বৈঠকে এ ব্যাপারে প্রকাশকরা কথা তুলবেন বলে জানা গেছে।

অন্যদিকে সম্ভাব্য এ সিদ্ধান্তের ব্যাপারে হতাশ নিয়মিত প্রকাশক এবং শিক্ষার্থী-অভিভাবকসহ সুধীমহল। এনসিটিবির দাবি, গোটা বই ছাপার জন্য ইতিমধ্যেই এনসিটিবি অর্ধেক দামে কাগজ দিয়েছে। সে কাগজ বেচে দিয়েছে একশ্রেণীর প্রকাশক। নাম প্রকাশ না করে একটি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের মালিক রোববার বইমেলায় বসে জানিয়েছেন, কাগজ বেচে দিয়ে সিন্ডিকেটের প্রকাশকরা নিউজপ্রিন্টে বই ছেপেছে। এখন ওইসব বই হালাল করার জন্যই নিউজপ্রিন্টে বই ছাপার আদেশ পেতে অসাধুরা মরিয়া। শুধু তাই নয়, ওরা প্রকাশ্যে এনসিটিবিকে হুমকি দেয়, অন্যথায় তিন মাসেও সংকট কাটবে না। এ ধৃষ্টতা বিচার হওয়া উচিত। অন্য একজন প্রকাশক বলেন, তিনি ২ লাখ বই ছাপার কাজ পেয়েছিলেন। তা ছেপে বাজারে ছেড়ে দিয়েছেন। তার মতে, সরকারের উচিত হবে আগে চুক্তি অনুযায়ী সাদা কাগজের বই ছাপতে বলা প্রকাশকদের। পরে নিউজপ্রিন্টে বা রয়্যালটি ছাড়া কল্যাপাত্রায় হোক, তা ছাপার আদেশ পেতে পারে প্রয়োজনে।

শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবই প্রণয়ন, প্রকাশনা ও বিতরণ নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা এনসিটিবিসহ খোদ সরকারই আজ জিম্মি হয়ে পড়েছে বেসরকারি প্রকাশকদের হাতে। মাধ্যমিক স্তরের ৭৬টি বই তিন কিস্তিতে ৩১ জানুয়ারির মধ্যে বাজারে ছাড়ার কথা থাকলেও সোমবার পর্যন্ত দ্বিতীয় কিস্তির সম্পূর্ণ বই বাজারে আসেনি। তৃতীয় কিস্তির বই কবে নাগাদ বাজারে আসবে তা এনসিটিবিসহ কেউই জানে না। আর দ্বিতীয় কিস্তির বই অর্ধেকও বাজারে আসেনি। এ দুই কিস্তিসহ প্রথম কিস্তির কাগজই অসাধুরা বেচে দিয়েছে বলে একাধিক সূত্রে জানা গেছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানিয়েছে, ২৮ জানুয়ারি প্রকাশকদের সঙ্গে মন্ত্রণালয়ের একজন শীর্ষ কর্মকর্তার বৈঠকের পরই শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং এনসিটিবি নিউজপ্রিন্টে বই ছাপার ব্যাপারে তাদের অবস্থান থেকে সরে আসে। গত কয়েক দিন নিউজপ্রিন্টে বই ছাপার ব্যাপারে দায় নিয়ে মন্ত্রণালয় ও এনসিটিবির মধ্যে বেশ 'টাগ অব ওয়ার'ও চলছে। মন্ত্রণালয় চাইছে ঘোষণাটি এনসিটিবির পক্ষ থেকেই দেয়া হোক। আর এনসিটিবি চাইছে এ দায় তারা না নিয়ে নীতিনির্ধারকদের পক্ষ থেকেই দেয়া হোক। কেননা, রয়্যালটি ছাড়া ছাপার অনুমতির সঙ্গে অর্থ মন্ত্রণালয় ও এনবিআরের আইনের ব্যাপার রয়েছে। আর নিউজপ্রিন্টে বই দিলে তা একটি বছরও শিক্ষার্থীরা পড়তে পারবে না। তা কোমলমতি শিক্ষার্থীদের কাছে আকর্ষণীয়ও হবে না। তারপরও এ নিয়ে তারা আইন-কানুন ও দায়িত্ব ঝাঁটাঝাঁটি করেছে।